5511 - পুরুষরে জন্য কখন বয়িে করা ফরয?

প্রশ্ন

পুরুষদরে জন্য বয়িে করা কি ফরয?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

পুরুষদরে জন্য বয়িে করা তাদরে পরস্থিতি ও অবস্থাভদেে ভন্নি ভন্নি। যে ব্যক্তরি বয়িরে করার সক্ষমতা আছ,ে বয়িে করার জন্য সে আগ্রহী এবং বয়িে না করলে পাপে লপ্তি হওয়ার আশংকা কর— তার উপর বয়িে করা ফরয। কনেনা নজিকেে হারাম থকেে রক্ষা করা ও পুতঃপবত্রি রাখা ফরয। আর এটি বয়িরে মাধ্যম ছাড়া সম্পন্ন হবে না।

কুরতুবী বলনে:

যে সক্ষম ব্যক্তি অববিাহতি থাকলে নজিরে উপর ও নজিরে দ্বীনদাররি ক্ষতরি আশংকা করে এবং এই ক্ষতি বয়িরে মাধ্যম ছাড়া দূরীভূত না হয়— এমন ব্যক্তরি জন্য বয়িে করা ফরয; এতে কোন মতভদে নইে।

মরিদাওয়ি (রহঃ) 'আল-ইনসাফ' গ্রন্থে বলনে: তৃতীয় প্রকার: যে ব্যক্তি العنت (পাপ)-এ লপ্তি হওয়ার আশংকা কর;ে এমন ব্যক্তরি জন্য বয়িে করা ফরয। এ মাসয়ালায় অভমিত মাত্র একটি। আর সঠকি মতানুযায়ী এখানে العنت (পাপ) দ্বারা উদ্দশ্যে: ব্যভচিার। অপর এক মত,ে এখানে العنت দ্বারা উদ্দশ্যে: ব্যভচিাররে মাধ্যমে ধ্বংস হওয়া।

দ্বতিীয় প্রকার: গ্রন্থকাররে বক্তব্য: "তবে যদি হারামে লপ্তি হওয়ার আশংকা হয় তাহলে ভন্নি কথা" এর দ্বারা উদ্দশ্যে হলো যদি এমন কছিু ঘটার ব্যাপারে ব্যক্তি নশ্চিতি হয় বা তার ধারণা হয়। আল-ফুরু' গ্রন্থে বলনে: "যদি এমন কছিু ঘটা নশ্চিতি হয় শুধু সক্ষেত্রেে এ মতটি যথাযথ হয়"।[আল-ইনসাফ (খণ্ড-৮), কতিাবুন নকিাহ, আহকামুন নকিাহ]

যদি তার বয়িে করার আগ্রহ থাক,ে কন্তিু স্ত্রীর খরচ বহনে অক্ষম হয় তাহলে তার ক্ষত্রেে আল্লাহ্ তাআলার বাণী: "যারা ববিাহে সক্ষম নয়, তারা যনে সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ নজি অনুগ্রহে তাদরেকে অভাবমুক্ত করে দনে।"[সূরা নূর, আয়াত: ৩৩]

এবং যনে বশেি বশেি রোযা রাখ।ে যহেতেু মুহাদ্দসিগণ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে, তনিি বলনে: "রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা সামর্থ্য রাখ তাদের উচিত বিয়ে করে ফেলো। কেননা বিয়ে দৃষ্টি অবনতকারী ও লজ্জাস্থানকে হেফাযতকারী। আর যার সামর্থ্য নেই তার উচিত রোযা রাখা। কেননা রোযা যৌন উত্তেজনা প্রশমনকারী।"

উমর (রাঃ) আবু যাওয়ায়দিকে বলেন: "তোমাকে বিয়ে করতে বাধা দিচ্ছে হয় অক্ষমতা নয়তো দুশ্চরিত্র"।[দেখুন: ফিকহুস সুন্নাহ (২/১৫-১৮)]

যে ব্যক্তি বিয়ে না করলে হারাম দর্শন কিংবা চুম্বনের মাধ্যমে গুনাহতে লিপ্ত হবে তার উপর বিয়ে করা ফরয। যদি কোন পুরুষ বা নারী জানে বা তার প্রবল ধারণা হয় যে, যদি সে বিয়ে না করে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে কিংবা যা কিছু ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত তাতে লিপ্ত হবে কিংবা যা কিছু ব্যভিচারের কাছাকাছি সেটাতে লিপ্ত হবে; যেমন হস্তমৈথুন— তার উপর বিয়ে করা ফরয। যে ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে জানে যে, বিয়ে করলেও সে পাপ ছাড়তে পারবে না; তার ক্ষেত্রেও বিয়ের ফরযিয়্যত (আবশ্যকতা) মওকুফ হবে না। কেননা বিয়ের মাধ্যমে পাপের হ্রাস ঘটবে। যেহেতু সে ব্যক্তি কিছু কিছু অবস্থার জন্য হলেও পাপ করার সময় পাবে না; পক্ষান্তরে অবিবাহিত থাকলে সে তো সর্বাবস্থায় পাপ করার জন্য অবসর।

আমাদের এ যুগের পরিস্থিতি এবং নানারকম পাপাচার ও পাপের প্রতি প্ররোচনাগুলোর প্রতি দৃষ্টিদানকারী একমত হবেন যে, আমাদের এ যামানায় বিয়ের ফরযিয়্যত পূর্ববর্তী যে কোন যুগের চেয়ে আরও বেশি প্রবল ও শক্তিশালী।

আমরা আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করছি তিনি যেন আমাদের অন্তরগুলোকে পবিত্র করে দেন, আমাদের মাঝে ও হারামের মাঝে দূরত্ব তৈরী করে দেন এবং আমাদেরকে সশ্চরিত্র ও পুতঃপবিত্রতা দান করেন।

আমাদের নবী মুহাম্মদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক।